কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 17 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... 2 ...

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় কুমারী রেখা রানী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ক্লাস শেষে বাড়ি ফিরছে। ইনসেটে স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা কুমারী রেখা রানী ওঝা। ছবি : কালের কণ্ঠ

অদম্য 'রেখা'

প্রসূন মণ্ডল, গোপালগঞ্জ ▷

উচ্চশিক্ষা গ্রহণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকলেও দারিদ্র্যের কারণে তখন তা সম্ভব হয়নি। অন্যের বাড়িতে থেকে এসএসসি পাস করেন। তারপর নার্সিং পেশায় যোগ দিয়ে পরিবারের হাল ধরেন তিনি। অসুস্থ বাবার চিকিৎসার পাশাপাশি অন্য পাঁচ ভাইবোনকে মানুষ করতে গিয়ে নিজের আর বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি। চাকরির পাশাপাশি পড়াশোনা করে লেখাপড়া অন্তপ্রাণ এ মানুষটি একপর্যায়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০১১ সালে চাকরি থেকে অবসরে যাওয়া কুমারী রেখা রানী ওঝা পেনশনের টাকা দিয়ে ২০১৩ সালে নিজের নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিনা বেতনের ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনসহ অন্যান্য খরচও জোগাচ্ছেন তিনিই। চার বছর ধরে তিনি স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত। মহীয়সী এ নারীর চাওয়া, তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি জ্ঞানের আলো ছড়াবে, আর ওই আলোতে এলাকার অন্ধকার দূরীভূত হবে।

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার বুরুয়া গ্রামের কৃষক শশীভূষণ ওঝার মেয়ে রেখা রানী ওঝা। চার মেয়ে ও দুই ছেলের মধ্যে তিনি সবার বড়। ১৯৪৮ সালে জন্ম নেওয়া এ নারী অন্যের বাড়িতে থেকে পড়ালেখা করেছেন। দরিদ্র মা-বাবার কোনো সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়াই তিনি ১৯৭২ সালে এসএসসি পাস করেন। ১৯৮৮ সালে তিনি নার্সিং পেশায় যুক্ত হন। চাকরিজীবনে তিনি ভাইবোনদের লেখাপড়া থেকে শুরু করে সংসারের ভরণপোষণ জুগিয়েছেন। এ সময়েই তিনি স্নাতক সম্পন্ন করেন।

গোপালগঞ্জ

রেখা রানী ওঝার ছোট বোন মিনা রানী ওঝা বলেন, 'আমরা ছয় ভাইবোন। দিদি সবার বড়। তিনি আমাকে নিজের খরচে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করিয়েছেন। বড় ভাইকে এইচএসসি ও ছোট ভাইকে এসএসসি পর্যন্ত পড়িয়েছেন। অন্য দুই বোনকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়িয়ে বিয়ে দিয়েছেন। সেই বোনদের ছেলেমেয়েদেরও লেখাপড়ার খরচ জুগিয়েছেন। অসুস্থ বাবার চিকিৎসা, আমাদের লেখাপড়া ও সংসারের সব দায়িত্ব দিদি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। আমাদের কথা চিন্তা করে তিনি নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে বিয়ে পর্যন্ত করেননি। সব শেষ তাঁর পেনশনের টাকা দিয়ে গড়ে তুলেছেন নারীদের জন্য একটি বিদ্যালয়। দিদির এ উদ্যোগ সফলতা পাক এটাই আমাদের কামনা।'

স্থানীয় বুরুয়া গ্রামের প্রমথ রঞ্জন দত্ত, সহাদেব বাড়ৈসহ অনেকে জানান, রেখা রানী সারা জীবন শুধু দিয়েই গেছেন। কখনো কারো কাছ থেকে কিছু নেননি। নিজে দরিদ্র হলেও এলাকার গরিব মানুষের প্রতি সাধ্যমতো সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। শেষ বয়সে চাকরির পেনশনের টাকা দিয়ে তিনি বিদ্যালয়টি গড়ে তুলেছেন।

কুমারী রেখা রানী নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জানায়, শুধু পুঁথিগত শিক্ষা নয়, পাশাপাশি তাদের সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিক্ষাও দেওয়া হয়। বিদ্যালয়টিতে সংগীত, খেলাধুলার পাশাপাশি সপ্তাহে একটি করে পরীক্ষা নেওয়া হয়। বাল্যবিবাহ রোধ, নারীদের ক্ষমতায়ন সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। বাড়ির কাছাকাছি হওয়ায় বিদ্যালয়টিতে যাতায়াতেও সুবিধা হয়েছে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পংকজ কুমার বৈদ্য জানিয়েছেন, ৫০ শতাংশ জমির ওপর ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিদ্যায়লটিতে সাতজন শিক্ষক পাঠদান করাচ্ছেন। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বেতন বাবদ কোনো টাকা নেওয়া হয় না। বিদ্যালয়টির বিভিন্ন ধরনের খরচ ও শিক্ষকদের সামান্য সম্মানী দেন এর প্রতিষ্ঠাতা নিজেই। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিদ্যালয়ের উন্নতিই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। শিক্ষার্থীদের মাঝেই তিনি বেঁচে থাকতে চান। তবে এখন পর্যন্ত বিদ্যালয়টির পাঠদানের অনুমতি মেলেনি।

বিদ্যালয় এলাকার ছিটকিবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক মধুসূধন হালদার বলেন, উত্তর কোটালীপাড়ায় মেয়েদের জন্য আলাদা কোনো বিদ্যালয় ছিল না। এ কারণে এ এলাকার মেয়েরা শিক্ষায় অনেকটা পিছিয়ে। তাদের কথা চিন্তা করে কুমারী রেখা রানী যে উদ্যোগ নিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। বিদ্যালয়টি দ্রুত পাঠদানের অনুমতি পেলে ভালো হতো। এ ছাড়া অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার বিষয়টিও সরকার চিন্তা করতে পারে।

বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা রেখা রানী ওঝা বলেন, 'আমি ক্যান্সারে আক্রান্ত একজন মানুষ। নিজের চিকিৎসার কথা না ভেবে এলাকার মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় করেছি। আমার জীবনটা সংগ্রামের মধ্য দিয়েই গেছে। একজন শিক্ষক হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে পারিনি। তার পরও চেয়েছি নারী সমাজের জন্য কিছু একটা করব। সেই স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। বিদ্যালয়টির ছড়ানো জ্ঞানের আলোতে এ এলাকা আলোকিত হবে। এ বিদ্যালয়টির মাধ্যমেই আমি সবার মাঝে বেঁচে থাকতে চাই।'

এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক মো. খলিলুর রহমান বলেন, 'প্রথমেই আমি বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ওই নারীকে ধন্যবাদ জানাই। বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করার পর ব্রিজ ও রাস্তা নির্মাণের ব্যবস্থা করেছি। অন্যান্য সমস্যাও পর্যায়ক্রমে সমাধানের চেষ্টা করা হবে।'

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মাহবুবুর রহমান বলেন, 'সম্প্রতি সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করবে। এ ক্ষেত্রে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত হবে। স্কুলটি ওই মন্ত্রণালয়েরই দেখার কথা। আমি নতুন যোগদান করেছি। এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে আমার কিছু করণীয় থাকলে তা করব।'

এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন প্রতিনিধি অ্যাডভোকেট শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কথা বলা সম্ভব হয়নি।